দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 0 6 MAY 2005
পৃষ্ঠা ... ৪

# এমপিওভুক্তির নতুন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকদের হয়রানি বাড়বে

স্টাফ রিপোর্টার : বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের সৃষ্টপদে এমপিওভুক্তি করা সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চালু হওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারীদের দুর্ভোগ, হয়রানি বেড়ে যাবে। শিক্ষক কর্মচারী এবং শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ তদবির ছাড়া এমপিওভুক্তির আবেদন মঞ্জুর হয় না। এমপিও হয়রানি বাড়বে। অভিযোগে বলা হয়েছে আগের নিয়ম অনুযায়ী জেলা শিক্ষা অফিস এবং শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমতিতে ব্যানবেইসের মাধ্যমে নতুন স্কুল অথবা নতুন শিক্ষক-কর্মচারীদের সৃষ্ট পদের এমপিওভুক্তির

১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

কাজ সম্পন্ন হতো। তখনও ঘাটে ঘাটে ধরনা দিতে হতো। শিক্ষক-কর্মচারী অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্ভোগ কমাতে এবং নতুন এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতি কমাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নতুন এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া চালু করা হয়। নতুন প্রক্রিয়ায় সাধারণ শিক্ষকদের পক্ষে অথবা স্কুল প্রশাসনের পক্ষে এমপিওভুক্তির তদবিরের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রবেশের পাস সংগ্রহ করা দুরূহ কাজ। ফলে এমপিওভুক্তির তদবিরের জন্য সংশ্লিষ্টদের তৃতীয় পক্ষের সহায়তা নিতে বাধ্য হতে হবে। আর তৃতীয় পক্ষের সহায়তা নিতে গেলেই নতুন এমপিওভুক্তির জন্য "বিশেষ অর্থ ব্যয়ের" অংক বেড়ে যাবে। আর এ সুযোগে কিছু কিছু শিক্ষক নেতা এবং একটি মহল মন্ত্রণালয়ে তাদের অবাধ যাতায়াতের মাধ্যমকে বিশেষ ফায়দা লুটার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করছে। অথচ সৃষ্ট পদে এমপিওভুক্তির জন্য নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা নতুন শিক্ষককে জেলা শিক্ষা অফিসার এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমেই এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া চালাতে হয়। এমতাবস্থায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরাসরি সৃষ্টপদের এমপিওভুক্তির নতুন প্রক্রিয়ায় শিক্ষক-কর্মচারী বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হয়রানি এবং দুর্ভোগ কমবে না।